ত্রয়ত্রিংশতি অধ্যায়

রাসনৃত্য

এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাস নৃত্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যা তিনি যমুনা নদী তটসংলগ্ন বনে তাঁর প্রিয় সখীদের সঙ্গে উপভোগ করেছিলেন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময়-রস-নিপুণ। তাঁর প্রীতিরূপ রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধা এবং পূর্ণরূপে তাঁর প্রতি সেবাপরায়ণ গোপীগণের সঙ্গে তিনি নিজেকে অসংখ্য রূপে বিস্তার করেছিলেন। রাস নৃত্য উপভোগের উদ্দীপনায় গোপীগণ প্রমত্ত হয়ে উঠেছিলেন আর এইভাবে তাঁরা নৃত্যগীত ও প্রণয়সূচক ইঙ্গিতের মাধ্যমে কৃষ্ণেন্দ্রিয় সন্তুষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। চতুর্দিকে গোপীগণের মধুর কণ্ঠস্বরে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

ভগবান কৃষ্ণ নিজেকে অসংখ্যরূপে প্রকাশ করার পরেও প্রত্যেক গোপী ভাবছিলেন যে কৃষ্ণ একা কেবলমাত্র তাঁরই পাশে ছিলেন। অনবরত নৃত্য গীতের ফলে ধীরে ধীরে প্রত্যেক গোপী ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাঁরা যাঁর যাঁর পাশে দাঁড়ানো কৃষ্ণের স্কন্ধে তাঁদের বাহু স্থাপন করলেন। কোন কোন গোপী পদ্মগন্ধযুক্ত চন্দনলিপ্ত কৃষ্ণের বাহুর ঘ্রাণ গ্রহণ করে চুম্বন করলেন। কেউ কেউ নিজেদের অঙ্গে কৃষ্ণের করপদ্ম স্থাপন করলেন, আবার কেউ-বা কৃষ্ণকে প্রেমময়ী আলিঙ্গন দ্বারা আনন্দ দান করেছিলেন।

পরম অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ভোগ্য ও ভোক্তা। যদিও তিনি অদ্বয় একজনই, কিন্তু তাঁর নিজ লীলাসমূহের বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে বহুরূপে বিস্তার করেন। তাই মহান পণ্ডিতগণ কৃষ্ণের রাসলীলাকে, বালকের তাঁর স্বীয় প্রতিবিম্বের সঙ্গে ক্রীড়ার ন্যায় বলে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ অচিন্তনীয় চিন্ময় ঐশ্বর্যপূর্ণ আত্মারাম স্বরূপ। যখন তিনি এরূপ রাস লীলা প্রদর্শন করেন, তখন ব্রহ্মা হতে শুরু করে তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত সকল জীবই বিস্ময় সমুদ্রে নিমজ্জিত হন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রণয় লীলার বিবরণ শ্রবণ করলেন, যা বাহ্যত কামুক ও লম্পট ব্যক্তির কার্যকলাপ বলে মনে হয়, তখন তিনি মহান্ ভক্ত শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। শুকদেব গোস্বামী এই বলে সেই সন্দেহ নিরসন করলেন, "যেহেতু কৃষ্ণই পরম ভোক্তা, তাই এইরূপ লীলা কখনও কোন দোষে দূষণীয় হতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত অন্য কেউ যদি এরূপ লীলা ভোগের চেষ্টা করে, তবে রুদ্রদেব ব্যতীত অন্য কারুর বিষসমুদ্র পান করার যে ফল, সে-ও সেই দুর্ভাগ্য

লাভ করবে। অধিকন্তু কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা অনুকরণের কথা মনে মনে চিন্তাও করে, সে অবশ্যই দুর্ভাগ্য ভোগ করবে।"

পরম অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী রূপে সর্বজীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন। তাঁর কৃপাবশত তিনি যখন তাঁর ভক্তদের তাঁর অন্তরঙ্গ লীলা প্রদর্শন করেন, সেই লীলা সমূহ কখনও প্রাকৃত দোষে মলিন হতে পারে না। কোন জীব যখন শ্রীকৃষ্ণের জন্য গোপীদের স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ বা প্রেমময়ী আর্তি শ্রবণ করেন, তখন তাঁর মধ্যে জাগতিক ইন্দ্রিয় তর্পণের মূল বিনাশ হয়ে হরি গুরু বৈষ্ণব সেবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উদয় হয়।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং ভগবতো গোপ্যঃ শ্রুত্বা বাচঃ সুপেশলাঃ ।
জহুর্বিরহজং তাপং তদঙ্গোপচিতাশিষঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইত্থম্**—এইভাবে; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **বাচঃ**—কথাসমূহ; **সুপেশলাঃ**—মনোহর; **জহুঃ**—তাঁরা পরিত্যাগ করলেন; **বিরহজম্**—তাঁদের বিরহ জনিত অনুভূতি; **তৎ**—তাঁর; **অঙ্গ**—অঙ্গসমূহ (স্পর্শ করা) থেকে; **উপচিত**—পূর্ণ; **আশিষঃ**—মনস্কাম।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—গোপীগণ ভগবানের এরূপ মনোহর বাক্য শ্রবণ করে কৃষ্ণ বিরহজনিত দুঃখ পরিত্যাগ করলেন। তাঁর চিন্ময় অঙ্গসমূহ স্পর্শ করে তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হল।

শ্লোক ২

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ ॥ ২ ॥

তত্র—সেখানে; **আরভত**—আরম্ভ করলেন; **গোবিন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **রাস-ক্রীড়াম্**—রাস নৃত্যলীলা; **অনুব্রতৈঃ**—বিশ্বস্ত (গোপীগণ); **স্ত্রী**—নারীগণের; **রত্নৈঃ**—রত্ন; **অন্বিতঃ**—মিলিত হয়ে; **প্রীতৈঃ**—আনন্দিত; **অন্যোন্য**—পরস্পর; **আবদ্ধ**—আবদ্ধ; **বাহুভিঃ**—তাঁদের বাহুদ্বয়।

অনুবাদ

অতঃপর যমুনার তীরে নারীগণের মধ্যে রত্নসদৃশা, আনন্দে পরস্পর বাহুপাশে আবদ্ধা, বিশ্বস্ত গোপীগণের সঙ্গে ভগবান গোবিন্দ রাসনৃত্য আরম্ভ করলেন।

শ্লোক ৩

রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্ব-নিকটং স্ত্রিয়ঃ ।
যং মন্যেরন্নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্ ।
দিবৌকসাং সদারাণামৌৎসুক্যাপহৃতাত্মনাম্ ॥ ৩ ॥

রাস—রাসনৃত্যের; উৎসবঃ—উৎসব; সম্প্রবৃত্তঃ—শুরু হল; গোপীমণ্ডল—গোপীগণের বৃত্ত দ্বারা; মণ্ডিতঃ—শোভিত; যোগ—যোগশক্তির; ঈশ্বরেণ—পরম নিয়ন্তা দ্বারা; কৃষ্ণেন—শ্রীকৃষ্ণ; তাসাম্—তাঁদের; মধ্যে—মধ্যে; দ্বয়োঃ দ্বয়োঃ—প্রতি দু'জন গোপীর মাঝে মাঝে; প্রবিষ্টেন—প্রবেশ করে; গৃহীতানাম্—ধারণ করে; কণ্ঠে—কণ্ঠে; স্ব-নিকটম্—তাঁর কাছেই; স্ত্রিয়ঃ—নারীগণ; যম্—যাঁকে; মন্যেরন্—বিবেচনা করলেন; নভঃ—আকাশ; তাবৎ—সেই সময়; বিমান—বিমান; শত—শত; সঙ্কুলম্—পরিব্যাপ্ত; দিব—স্বর্গের; ওকসাম্—অধিবাসীদের; স—সঙ্গে; দারাণাম্—তাঁদের স্ত্রীগণের; ঔৎসুক্য—আগ্রহে; অপহৃত—অভিভূত; আত্মনাম্—তাঁদের মন।

অনুবাদ

গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত হয়ে রাসনৃত্য উৎসব শুরু হল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বিস্তার করে প্রত্যেক দু'জন গোপীর মাঝখানে প্রবেশ করে তাঁদের কণ্ঠে তাঁর হস্ত স্থাপন করলে, প্রত্যেক গোপীই ভাবলেন যে, তিনি একমাত্র তাঁর কাছেই অবস্থান করছেন। সস্ত্রীক অভিভূত দেবতাগণ সেই রাসনৃত্য দর্শনের আগ্রহে শীঘ্রই তাঁদের শত শত বিমানে আকাশ পরিব্যাপ্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর রাসনৃত্য বিষয়ে নিম্নোক্ত শ্লোক রচনা করেছেন—

অঙ্গনামাঙ্গনামন্তরা মাধবো
মাধবং মাধবঞ্চান্তরেণাঙ্গনাঃ ।
ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ
সংজগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ ॥

"ভগবান মাধব প্রত্যেক দু'জন গোপীর মাঝখানে অবস্থান করছিলেন, এবং ভগবানের প্রকাশিত দুটি রূপের মাঝখানে একজন গোপী অবস্থান করছিলেন। আর দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণও সেই বৃত্তের মাঝখানে উপস্থিত হয়ে গান করছিলেন ও বাঁশী বাজাচ্ছিলেন।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মনোযোগ আকর্ষণ করে বর্ণনা করেছেন, গোপীগণ প্রেমোন্মত্ত হয়ে হৃদয়ঙ্গমে অপারগ ছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বিস্তার করার মাধ্যমেই কেবল স্বয়ং তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে নৃত্য করছিলেন। প্রত্যেক গোপী কৃষ্ণের একটিমাত্র প্রকাশ দর্শন করছিলেন। কিন্তু সস্ত্রীক দেবতাগণ তাঁদের বিমান থেকে রাসনৃত্য দর্শনের সময়ে কৃষ্ণের সকল বিভিন্ন প্রকাশই দর্শন করে সম্পূর্ণ বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ।
জগুর্গন্ধর্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্‌যশোঽমলম্ ॥ ৪ ॥

ততঃ—অতঃপর; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **নেদুঃ**—ধ্বনিত হয়েছিল; **নিপেতুঃ**—বর্ষিত হয়েছিল; **পুষ্প**—পুষ্প; **বৃষ্টয়ঃ**—বৃষ্টি; **জগুঃ**—তাঁরা গাইলেন; **গন্ধর্ব-পতয়ঃ**—গন্ধর্ব পতিগণ; **স-স্ত্রীকাঃ**—তাঁদের স্ত্রীগণসহ; **তৎ**—তাঁর, শ্রীকৃষ্ণের; **যশঃ**—মহিমা; **অমলম্**—দোষহীন।

অনুবাদ

তখন আকাশ হতে পুষ্পবৃষ্টি সহকারে দুন্দুভি বেজে উঠল এবং সস্ত্রীক গন্ধর্বপতিগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্মল মহিমা গান করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের রাসনৃত্যের মহিমাটি শুদ্ধ চিন্ময় আনন্দ। ব্রহ্মাণ্ডের সম্পদসমূহ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা স্বর্গের দেবতাগণ হর্ষের সঙ্গে রাসনৃত্যকে পরম ধর্মীয় ঘটনা বলে গ্রহণ করেছেন যা আমাদের এই জড় জগতের প্রণয়ের বিকৃত প্রতিফলন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

শ্লোক ৫

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্ ।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে ॥ ৫ ॥

বলয়ানাম্—বলয় (চুড়ি); **নূপুরাণাম্**—নূপুরসমূহ; **কিঙ্কিণীনাম্**—কটিভূষণে ঘুঙুর; **চ**—এবং; **যোষিতাম্**—স্ত্রীগণ; **সপ্রিয়াণাম্**—তাঁদের প্রিয়তমসহ; **অভূৎ**—হতে লাগল; **শব্দঃ**—শব্দ; **তুমুলঃ**—তুমুল; **রাসমণ্ডলে**—রাসনৃত্যের বৃত্তে।

অনুবাদ

রাসমণ্ডলে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়ারত গোপীগণের নূপুর, বলয় ও কিঙ্কিণীর তুমুল শব্দ হতে লাগল।

শ্লোক ৬

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা ॥ ৬ ॥

তত্র—সেখানে; **অতিশুশুভে**—অত্যন্ত দীপ্যমান; **তাভিঃ**—তাঁদের সঙ্গে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **দেবকী-সুতঃ**—দেবকীর পুত্র, কৃষ্ণ; **মধ্যে**—মধ্যে; **মণীনাম্**—অলঙ্কারের; **হৈমানাম্**—স্বর্ণ; **মহা**—মহা; **মরকতঃ**—নীলমণি; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

নৃত্যরত গোপীগণের মাঝে শ্রীকৃষ্ণ যেন স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে উজ্জ্বল নীলমণির ন্যায় অত্যন্ত দীপ্যমান ছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, বসুদেব-পত্নী দেবকী ব্যতীত মাতা যশোদারও একটি নাম ছিল দেবকী, যেমন *আদি পুরাণে* বর্ণনা করা হয়েছে—*দ্বে নাম্নী নন্দভার্যায়া যশোদা দেবকীতি চ* অর্থাৎ "নন্দ-পত্নীর দুটি নাম ছিল—যশোদা ও দেবকী।"

শ্লোক ৭

পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈর্
ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচ-পটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ ॥ ৭ ॥

পাদ—তাঁদের পদদ্বয়; **ন্যাসৈঃ**—স্থাপনার দ্বারা; **ভুজ**—তাঁদের করদ্বয়; **বিধুতিভিঃ**—সঞ্চালন দ্বারা; **স-স্মিতৈঃ**—হাস্য সহকারে; **ভ্রূ**—তাঁদের ভ্রূ; **বিলাসৈঃ**—ক্রীড়াবশত চালনার দ্বারা; **ভজ্যন্**—বাঁকানো; **মধ্যৈঃ**—তাঁদের কটিদেশ; **চল**—চঞ্চল; **কুচ**—স্তন আচ্ছাদনের; **পটৈঃ**—বসন; **কুণ্ডলৈঃ**—তাঁদের কানের দুল; **গণ্ড**—তাঁদের

গালের উপরে; লোলৈঃ—দোদুল্যমান; স্বিদ্যন্—ঘর্ম আপ্লুত; মুখ্যঃ—যাঁদের মুখ; কবর—তাঁদের চুলের বিনুনি; রসনা—কাঞ্চী; আগ্রন্থ্যঃ—শক্ত করে বাঁধা; কৃষ্ণ-বধবঃ—কৃষ্ণ-গোপীগণ; গায়ন্ত্যঃ—গান করলেন; তম্—তাঁর সম্বন্ধে; তড়িতঃ—বিদ্যুৎ; ইব—যেন; তাঃ—তাঁরা; মেঘ-চক্রে—মেঘচক্রে; বিরেজুঃ—শোভিত।

অনুবাদ

গোপীগণ যখন কৃষ্ণের গুণগান করছিলেন, তখন তাঁদের নৃত্যরত পদদ্বয়, কর সঞ্চালন, সুমধুর হাস্যের সঙ্গে ভ্রূবিলাস ও কোমরের ভগ্নতা দ্বারা তাঁদের মুখমণ্ডল ঘর্মে সিক্ত হয়ে উঠেছিল। চঞ্চল স্তন-বসন, গণ্ডস্থলে দোদুল্যমান কুণ্ডল, শিথিল কবরী ও কাঞ্চী সমন্বিত কৃষ্ণ-গোপীগণ মেঘচক্রে বিদ্যুন্মালার ন্যায় শোভা পাচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, মেঘরাশিতে বিদ্যুৎ চমকের সাদৃশ্য অনুসারে গোপীগণের সুন্দর মুখমণ্ডলের স্বেদবিন্দু শিশিরবিন্দুর এবং তাঁদের সঙ্গীত মেঘগর্জনের মতো। *আগ্রন্থ্যঃ* শব্দটি *অগ্রন্থ্যঃ* রূপেও পড়া যেতে পারে, যার অর্থ 'শিথিল হওয়া'। এই শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, গোপীগণ যদিও নৃত্যের শুরুতে তাঁদের কাঞ্চী (কোমরের অলঙ্কার বিশেষ) ও কবরী (মাথার খোঁপা বা বিনুনি) বেশ শক্ত করেই বেঁধে নিয়েছিলেন, কিন্তু ধীরে ধীরে তা শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, গোপীগণ নৃত্যের মুদ্রাসমূহ প্রদর্শনে পারদর্শী ছিলেন। এইভাবে কৃষ্ণ ও গোপীগণ শিল্পসম্মতভাবে কখনও তাঁদের আবদ্ধ বাহুপাশ একযোগে চালনা করে, আবার কখনও বা তাঁদের বাহু পৃথকভাবে চালনা করে তাঁদের গীত সঙ্গীতের অর্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে মুদ্রাসমূহের প্রদর্শন করেছিলেন।

পাদন্যাসৈঃ শব্দটির অর্থ—গোপীগণ শিল্পসম্মত ও প্রসন্নভাবে তাঁদের মুগ্ধকর নৃত্যরত পদদ্বয়ের পদক্ষেপ স্থাপন করেছিলেন। *সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈঃ* শব্দটির ইঙ্গিত করছে যে, তাঁদের ভ্রূযুগলের ভাবমধুর চালনা, প্রেমময় হাস্য দেখতে অতি মধুর ছিল।

শ্লোক ৮

উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ ।
কৃষ্ণাভিমর্শমুদিতা যদ্‌গীতেনেদমাবৃতম্ ॥ ৮ ॥

উচ্চৈঃ—জোরে; জগুঃ—তাঁরা গান করেছিলেন; নৃত্যমানাঃ—যখন নৃত্য করছিলেন; রক্ত—রঞ্জিত; কণ্ঠ্যঃ—তাঁদের কণ্ঠ; রতি—মাধুর্য উপভোগ; প্রিয়াঃ—প্রিয়; কৃষ্ণ-

অভিমর্শ—শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ দ্বারা; **মুদিতাঃ**—অতীব আনন্দিত; **যৎ**—যাঁর; **গীতেন**—সঙ্গীতের দ্বারা; **ইদম্**—এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **আবৃতম্**—পরিব্যাপ্ত হল।

অনুবাদ

কৃষ্ণপ্রেম উপভোগে আগ্রহী নানা রাগে রঞ্জিত-কণ্ঠী গোপীগণ কৃষ্ণ-স্পর্শে অতীব আনন্দিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত ও নৃত্য করেছিলেন আর তাঁদের সেই গানে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

সঙ্গীতসার নামক সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থে রয়েছে যে—

তাবন্ত এব রাগাঃ সূর্যাবত্যো জীবজাতয়ঃ ।
তেষু ষোড়শসাহস্রী পুরা গোপীকৃতা বরা ॥

অর্থাৎ, "যত সংখ্যক জীব প্রজাতি রয়েছে, তত সংখ্যক সাঙ্গীতিক রাগ রয়েছে, তার মধ্যে গোপীগণ প্রকাশিত ষোড়শ সহস্র রাগসমূহ প্রধান।" এইভাবে গোপীগণ ষোল হাজার বিভিন্ন রাগ সৃষ্টি করেছিলেন আর তা পরবর্তীকালে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। *যদ্‌গীতেনেদমাবৃতম্* শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, এখনও সারা বিশ্ব জুড়ে ভক্তগণ গোপীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কৃষ্ণ বন্দনা গান করে থাকেন।

শ্লোক ৯

কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ ।
উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি ।
তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানম্ চ বহ্বদাৎ ॥ ৯ ॥

কাচিৎ—কোন এক গোপী; **সমম্**—সঙ্গ; **মুকুন্দেন**—শ্রীকৃষ্ণের; **স্বর-জাতীঃ**—শুদ্ধ সাঙ্গীতিক সুরে; **অমিশ্রিতাঃ**—কৃষ্ণের স্বর না মিশিয়ে; **উন্নিন্যে**—সে উন্নীত স্বরালাপে; **পূজিতা**—সম্মানিত; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **প্রীয়তা**—প্রীত হয়ে; **সাধু সাধু ইতি**—'সাধু' 'সাধু' বলে; **তৎ এব**—সেই একই (সুর); **ধ্রুবম্**—ধ্রুব তাল; **উন্নিন্যে**—ধ্বনিত (অন্য এক গোপী); **তস্যৈ**—তাঁকে; **মানম্**—বিশেষ সম্মান; **চ**—এবং; **বহু**—অনেক; **অদাৎ**—তিনি দান করলেন।

অনুবাদ

কোন এক গোপী ভগবান মুকুন্দের গানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চেয়েও উন্নীত স্বরালাপে অমিশ্রিত ষড়জাতি স্বরে গান গেয়েছিলেন। কৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হয়ে 'সাধু' 'সাধু' বলে তাঁর গানের প্রশংসা করলেন। তখন অন্য একজন গোপী ঐ স্বরালাপকেই ধ্রুবতালে পরিণত করে গান করেছিলেন। কৃষ্ণ তাঁরও প্রশংসা করলেন।

শ্লোক ১০

কাচিদ্ রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থস্য গদাভৃতঃ ।
জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লথদ্বলয়মল্লিকা ॥ ১০ ॥

কাচিৎ—কোন এক গোপী; **রাস**—রাসনৃত্যের দ্বারা; **পরিশ্রান্তা**—পরিশ্রান্ত হয়ে; **পার্শ্ব**—তাঁর পাশে; **স্থস্য**—দণ্ডায়মান; **গদাভৃতঃ**—গদাধারী শ্রীকৃষ্ণের; **জগ্রাহ**—ধরলেন; **বাহুনা**—তাঁর বাহু দ্বারা; **স্কন্ধম্**—স্কন্ধ; **শ্লথৎ**—শ্লথ হয়ে গিয়েছিল; **বলয়**—তাঁর বলয়; **মল্লিকা**—এবং ফুলসমূহ (তাঁর চুলের)।

অনুবাদ

কোন এক গোপী রাসনৃত্যে পরিশ্রান্ত হয়ে পার্শ্বস্থিত গদাধারী কৃষ্ণের স্কন্ধে তাঁর বাহু দ্বারা আঁকড়ে ধরলেন। নৃত্যের ফলে তাঁর হাতের বলয় ও চুলের ফুলগুলি শ্লথ হয়ে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে তাঁদের নৃত্য-গীতের জন্য প্রশংসা করতেন এবং এই শ্লোকে আমরা দেখতে পাই যে, গোপীরা তাঁর সঙ্গে কি রকম দৃঢ় অন্তরঙ্গতার সঙ্গে আচরণ করতেন। এখানে একজন পরিশ্রান্ত গোপী তার বাহু দ্বারা কৃষ্ণের স্কন্ধ ধারণ করে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ বর্ণনা করেছেন যে, *গদা* শব্দের দ্বারা এই শ্লোকে নৃত্য শিক্ষকের উপযুক্ত এক ধরনের দণ্ডকে বোঝানো হয়েছে। রাসনৃত্যের উপভোগ বৃদ্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত দ্রব্যাদি এনেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন যে, এখানে যে গোপীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি শ্রীমতী রাধারাণী এবং পূর্ববর্তী শ্লোক দুটিতে উল্লিখিত গোপীগণ যথাক্রমে বিশাখা ও ললিতা।

শ্লোক ১১

তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপলসৌরভম্ ।
চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ ॥ ১১ ॥

তত্র—সেখানে; **একা**—একজন (গোপী); **অংস**—তাঁর কাঁধের উপরে; **গতম্**—স্থাপিত; **বাহুম্**—বাহু; **কৃষ্ণস্য**—ভগবান কৃষ্ণের; **উৎপল**—লীলা পদ্মের মতো; **সৌরভম্**—সৌরভ; **চন্দন**—চন্দন; **আলিপ্তম্**—চর্চিত; **আঘ্রায়**—আঘ্রাণ করে; **হৃষ্টরোমা**—রোমাঞ্চিত; **চুচুম্ব হ**—তিনি চুম্বন করলেন।

অনুবাদ

একজন গোপী তাঁর কাঁধের উপরে কৃষ্ণের চন্দনচর্চিত নীলপদ্মগন্ধযুক্ত বাহু আঘ্রাণ করে রোমাঞ্চিতা হয়ে তা চুম্বন করতে লাগলেন।

শ্লোক ১২

কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতম্ ।
গণ্ডং গণ্ডে সন্দধত্যা প্রাদাত্তাম্বূলচর্বিতম্ ॥ ১২ ॥

কস্যাশ্চিৎ—কোন এক গোপীকে; **নাট্য**—নৃত্য দ্বারা; **বিক্ষিপ্ত**—দোদুল্যমান; **কুণ্ডল**—কুণ্ডল (কানের দুল); **ত্বিষ**—কান্তিতে; **মণ্ডিতম্**—দীপ্যমান; **গণ্ডম্**—নিজ গণ্ডস্থল; **গণ্ডে**—তাঁর গণ্ডস্থলে; **সন্দধত্যাঃ**—সংযোজিত করলেন; **প্রাদাৎ**—তিনি সযত্নে প্রদান করলেন; **তাম্বূল**—তাম্বুল; **চর্বিতম্**—চর্বিত।

অনুবাদ

কোন এক গোপী নৃত্যবশত দোদুল্যমান কুণ্ডল যুগলের কান্তিতে দীপ্যমান নিজ গণ্ডস্থল শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডস্থলে সংযোজিত করলে কৃষ্ণ তাঁকে সযত্নে তাঁর চর্বিত তাম্বূল প্রদান করলেন।

শ্লোক ১৩

নৃত্যতী গায়তী কাচিৎ কূজন্নূপুরমেখলা ।
পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্ ॥ ১৩ ॥

নৃত্যতী—নৃত্য করতে করতে; **গায়তী**—গান করতে করতে; **কাচিৎ**—কোন এক গোপী; **কূজন্**—শব্দায়মান; **নূপুর**—তাঁর নূপুর; **মেখলা**—তাঁর কোমরবন্ধনী; **পার্শ্বস্থ**—তাঁর পাশে দণ্ডায়মান; **অচ্যুত**—শ্রীকৃষ্ণের; **হস্ত-অব্জম্**—করপদ্ম; **শ্রান্তা**—ক্লান্ত বোধ করলে; **অধাৎ**—স্থাপন করলেন; **স্তনয়োঃ**—তাঁর স্তনযুগলের উপরে; **শিবম্**—সুখকর।

অনুবাদ

নৃত্যপরায়ণা, গীতরতা হয়ে নূপুর ও মেখলায় শব্দায়মান কোন গোপী ক্লান্ত হয়ে পড়লে পার্শ্বস্থিত ভগবান অচ্যুতের সুখকর করকমল নিজ স্তনযুগলের উপরে ধারণ করলেন।

শ্লোক ১৪

গোপ্যো লব্ধাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভম্ ।
গৃহীতকণ্ঠ্যস্তদ্দোর্ভ্যাং গায়ন্ত্যস্তং বিজহ্রিরে ॥ ১৪ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **লব্ধ্বা**—প্রাপ্ত হয়ে; **অচ্যুতম্**—ভগবান অচ্যুত; **কান্তম্**—প্রিয়তম; **শ্রিয়ঃ**—কমলা (লক্ষ্মীদেবী); **একান্ত**—একমাত্র; **বল্লভম্**—প্রিয়তম; **গৃহীতা**—ধারণ করে; **কণ্ঠ্যঃ**—তাঁদের কণ্ঠ; **তৎ**—তাঁর; **দোর্ভ্যাম্**—বাহু দ্বারা; **গায়ন্ত্যঃ**—গান করতে করতে; **তম্**—তাঁর সম্বন্ধে; **বিজহ্রিরে**—আনন্দে বিহার করছিলেন।

অনুবাদ

লক্ষ্মীদেবীর একান্ত বল্লভ কমনীয় কৃষ্ণকে গোপীগণ তাঁদের অন্তরঙ্গ প্রেমিক রূপে লাভ করে পরমানন্দ উপভোগ করছিলেন। তাঁর গুণগান করে গোপীরা আনন্দে বিহার করার সময়ে, তিনি তাঁদের গলা জড়িয়ে ধরেছিলেন।

শ্লোক ১৫

কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ককপোলঘর্ম-
বক্ত্রশ্রিয়ো বলয়নূপুরঘোষবাদ্যৈঃ ।
গোপ্যঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ স্বকেশ
স্রস্তস্রজো ভ্রমরগায়করাসগোষ্ঠ্যাম্ ॥ ১৫ ॥

কর্ণ—তাঁদের দুই কাণে; **উৎপল**—পদ্মফুল সমন্বিত; **অলক**—কেশগুচ্ছে; **বিটঙ্ক**—শোভিত; **কপোল**—তাঁদের গাল; **ঘর্ম**—স্বেদবিন্দু দ্বারা; **বক্ত্র**—তাঁদের মুখের; **শ্রিয়ঃ**—সৌন্দর্য; **বলয়**—বলয় (চুড়ি); **নূপুর**—নূপুর; **ঘোষ**—প্রতিধ্বনি; **বাদ্যৈঃ**—সাঙ্গীতিক ধ্বনির; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **সমম্**—একত্রে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে; **ননৃতুঃ**—নৃত্য করেছিলেন; **স্ব**—তাঁদের নিজ; **কেশ**—কেশ হতে; **স্রস্ত**—ছড়ানো; **স্রজঃ**—মাল্যসমূহ; **ভ্রমর**—ভ্রমর; **গায়ক**—গায়ক; **রাস**—রাসনৃত্যের; **গোষ্ঠ্যাম্**—মণ্ডলীর মধ্যে।

অনুবাদ

গোপীদের কানের পিছনে পদ্মফুল, গালের উপরে কেশগুচ্ছের শোভা, এবং স্বেদবিন্দু তাঁদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল। তাঁদের বলয় ও নূপুরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে সঙ্গীত সৃষ্টি হচ্ছিল এবং কটিবন্ধনীর কিঙ্কিণী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এইভাবে রাসমণ্ডলীতে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে গোপীরা নৃত্য করেছিলেন, এবং সেই সঙ্গে ভ্রমরকুল গুঞ্জন করে সঙ্গৎ-সহযোগিতা করছিল।

শ্লোক ১৬

এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্শ-
স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্
যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥ ১৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **পরিষ্বঙ্গ**—আলিঙ্গন; **করাভিমর্শ**—করমর্দন; **স্নিগ্ধ**—স্নিগ্ধ; **ঈক্ষণ**—অবলোকন; **উদ্দাম**—বন্ধনহীন; **বিলাস**—আমোদ; **হাসৈঃ**—হাস্য সহকারে; **রেমে**—আনন্দ গ্রহণ করেছিলেন; **রমা**—লক্ষ্মীদেবীর; **ঈশঃ**—পতি; **ব্রজ-সুন্দরীভিঃ**—ব্রজাঙ্গনাদের সাহচর্যে; **যথা**—যেমন; **অর্ভকঃ**—একটি বালক; **স্ব**—নিজ; **প্রতিবিম্ব**—প্রতিবিম্বের সঙ্গে; **বিভ্রমঃ**—খেলা করে।

অনুবাদ

এইভাবে ভগবান কৃষ্ণ, লক্ষ্মীপতি স্বয়ং শ্রীনারায়ণ, ব্রজাঙ্গনাগণের সাহচর্যে আলিঙ্গন, করমর্দন, স্নিগ্ধাবলোকন, উদ্দাম-বিলাস ও হাস্য সহকারে, বালক যেমন নিজ প্রতিবিম্বের সঙ্গে খেলা করে, সেইভাবে ক্রীড়া করে আনন্দ গ্রহণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকটি সম্বন্ধে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন—"শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পরম তত্ত্ব, তাঁর শক্তি অনন্ত। এই সকল শক্তি রূপবতী হয়ে, শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর লীলায় প্রবৃত্ত করে। যেমন শ্রীভগবানের একমাত্র পরাশক্তির বিভূতি তাঁর সর্বপ্রকার অসংখ্য শক্তির অভিপ্রকাশ ঘটায়, তেমনই রাসনৃত্যের মাঝে যতসংখ্যক গোপী ছিলেন, ততরূপে প্রকটিত বিবিধ শক্তিস্বরূপ এক শ্রীকৃষ্ণ নিজেকেই প্রতিফলিত করেছিলেন। সবই কৃষ্ণ, কিন্তু তাঁরই ইচ্ছায় তাঁর চিৎশক্তি যোগমায়া এই সকল গোপীদের প্রকটিত করেন। যখন শ্রীকৃষ্ণের দিব্য ইচ্ছাক্রমে তাঁর রসপুষ্টি জন্য তাঁর স্বরূপশক্তি যোগমায়া এমন লীলা প্রকটিত করলেন, তখন যেন কোনও বালকের নিজেরই প্রতিবিম্বের সাথে খেলা করার মতোই হল। কিন্তু যেহেতু এই সকল লীলা শ্রীভগবানের চিন্ময় শক্তির দ্বারা প্রকটিত হয়, তাই সেগুলি নিত্য বিরাজমান এবং স্বতঃ প্রকাশিত হয়েই থাকে।"

শ্লোক ১৭

তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ
কেশান্ দুকুলং কুচপট্টিকাং বা ।
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢুমলং ব্রজস্ত্রিয়ো
বিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরূদ্বহ ॥ ১৭ ॥

তৎ—তাঁর সঙ্গে; অঙ্গ-সঙ্গ—দেহ সংস্পর্শের; প্রমুদা—আনন্দে; আকুল—অভিভূত; ইন্দ্রিয়াঃ—ইন্দ্রিয়সমূহ; কেশান্—তাঁদের কেশদাম; দুকুলম্—বসন; কুচপট্টিকাম্—কাঁচুলি; বা—বা; ন—না; অঞ্জঃ—সহজেই; প্রতিব্যোঢুম্—যথাযথভাবে ধারণ করতে; অলম্—সমর্থ; ব্রজ-স্ত্রিয়—ব্রজনারীগণ; বিস্রস্ত—স্খলিত হয়ে পড়ল; মালা—ফুল-মালা; আভরণাঃ—এবং অলঙ্কারসমূহ; কুরূদ্বহ—হে কুরুবংশাবতংস।

অনুবাদ

হে কুরুবংশাবতংস মহারাজ পরীক্ষিৎ, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সঙ্গ আনন্দে অভিভূত গোপীগণের ইন্দ্রিয়সমূহ বিবশ হওয়ায় তাঁদের কেশদাম, তাঁদের পরিধেয় বসন, কাঁচুলি, মালা ও অলঙ্কারাদি স্খলিত হয়ে পড়লে আর আগের মতো তাঁরা তা অনায়াসে ধারণ করতে পারলেন না।

শ্লোক ১৮

কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য মুমুহুঃ খেচরস্ত্রিয়ঃ ।
কামার্দিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণ-বিক্রীড়িতম্—কৃষ্ণের ক্রীড়া; বীক্ষ্য—দর্শন করে; মুমুহুঃ—মোহিত হলেন; খে-চর—আকাশে পরিভ্রমণরত; স্ত্রিয়ঃ—স্ত্রীগণ (দেবপত্নীরা); কাম—কাম দ্বারা; অর্দিতাঃ—পীড়িতা; শশাঙ্কঃ—চন্দ্র; চ—ও; সগণঃ—তাঁর পার্ষদগণ নক্ষত্ররাজিসহ; বিস্মিতঃ—বিস্মিত; অভবৎ—হলেন।

অনুবাদ

দেবপত্নীগণও তাঁদের বিমান থেকে শ্রীকৃষ্ণের এরূপ ক্রীড়া দর্শন করে মোহিত হয়ে কামপীড়িত হয়ে উঠেছিলেন। এমন কি চন্দ্রের পার্ষদবর্গ নক্ষত্রেরাও বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ ।
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ॥ ১৯ ॥

কৃত্বা—করে; **তাবন্তম্**—সেই বহু সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে; **আত্মানম্**—নিজেকে; **যাবতীঃ**—যতসংখ্যক; **গোপ-যোষিতঃ**—গোপীগণ; **রেমে**—উপভোগ করে; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **তাভিঃ**—তাঁদের সঙ্গে; **আত্ম-আরামঃ**—আত্মসন্তুষ্ট; **অপি**—তবুও; **লীলয়া**—ক্রীড়া করেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান আত্মারাম হয়েও সেখানে যতসংখ্যক গোপী ছিলেন ততসংখ্যকরূপে নিজেকে প্রকাশ করে তাঁদের সঙ্গ উপভোগ করে ক্রীড়া করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন যে, ইতিপূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সকল জাগতিক কামনা থেকে নিত্যমুক্ত, চিন্ময় আত্মারাম পর্যায়ে তিনি বিশুদ্ধ।

শ্লোক ২০

তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ ।
প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্ণা শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা ॥ ২০ ॥

তাসাম্—তাঁদের, গোপীগণের; **রতি**—প্রণয়; **বিহারেণ**—উপভোগ করে; **শ্রান্তানাম্**—ক্লান্ত; **বদনানি**—মুখ; **সঃ**—তিনি; **প্রামৃজৎ**—মার্জন করলেন; **করুণঃ**—কৃপাময়; **প্রেম্ণা**—প্রীতির সঙ্গে; **শন্তমেন**—পরম সুখপ্রদ; **অঙ্গ**—হে প্রিয় (রাজা পরীক্ষিৎ); **পাণিনা**—তাঁর হাত দিয়ে।

অনুবাদ

হে রাজন, প্রণয় উপভোগে গোপীদের ক্লান্ত দর্শন করে, কৃপাময় কৃষ্ণ তাঁর পরম সুখপ্রদ হাত দিয়ে প্রীতির সঙ্গে তাঁদের মুখমণ্ডল মার্জন করে দিলেন।

শ্লোক ২১

গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডলকুন্তলত্বিড়্-
গণ্ডশ্রিয়া সুধিতহাসনিরীক্ষণেন ।
মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি
পুণ্যানি তৎকররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ ॥ ২১ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **স্ফুরৎ**—উজ্জ্বল; **পুরট**—স্বর্ণ; **কুণ্ডল**—তাঁদের কুণ্ডলের; **কুন্তল**—এবং তাঁদের কেশগুচ্ছের; **ত্বিট্**—দ্যুতি; **গণ্ড**—তাঁদের গণ্ডের; **শ্রিয়া**—

সৌন্দর্যের দ্বারা; **সুধিত**—সুধাময়; **হাস**—হাস্য; **নিরীক্ষণেন**—অবলোকন দ্বারা; **মানম্**—পূজা; **দধত্যঃ**—করতে করতে; **ঋষভস্য**—পুরুষশ্রেষ্ঠের; **জগুঃ**—তাঁরা গান করছিলেন; **কৃতানি**—কার্যাবলীর; **পুণ্যানি**—পবিত্র; **তৎ**—তাঁর; **কর-রুহ**—নখ; **স্পর্শ**—স্পর্শে; **প্রমোদাঃ**—অত্যন্ত আনন্দিত।

অনুবাদ

গোপীগণ তাঁদের উজ্জ্বল স্বর্ণকুণ্ডল ও কুন্তলরাজির দ্যুতিতে দীপ্যমান গণ্ডস্থলের শোভা দ্বারা, সুধাময় হাস্য ও অবলোকন দ্বারা তাঁদের পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের পূজা করেছিলেন। তাঁর নখস্পর্শে অতীব আনন্দিত হয়ে তাঁর মঙ্গলময় দিব্য লীলার মহিমা তাঁরা কীর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ২২

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ ।
গন্ধর্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥ ২২ ॥

তাভিঃ—তাঁদের দ্বারা (গোপীদের); **যুতঃ**—সহ; **শ্রমম্**—শ্রান্তি; **অপোহিতুম্**—দূর করার জন্য; **অঙ্গ-সঙ্গ**—অঙ্গ স্পর্শের দ্বারা; **ঘৃষ্ট**—মর্দিত; **স্রজঃ**—ফুলমালা; **সঃ**—তিনি; **কুচ-কুঙ্কুম্**—বক্ষের কুমকুমের দ্বারা; **রঞ্জিতায়াঃ**—রঞ্জিত; **গন্ধর্ব-প**—স্বর্গের গায়কবৃন্দ গন্ধর্বদের মতো; **অলিভিঃ**—মৌমাছিদের দ্বারা; **অনুদ্রুতঃ**—অনুসৃত; **আবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **বাঃ**—জল; **শ্রান্তঃ**—পরিশ্রান্ত হয়ে; **গজীভিঃ**—হস্তিনীদের দ্বারা; **ইভ**—হস্তীদের; **রাৎ**—রাজা; **ইব**—মতো; **ভিন্ন-সেতুঃ**—সামাজিক নীতি-বোধ ভঙ্গকারী।

অনুবাদ

গোপীদের সঙ্গে রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ পরিশ্রান্ত হলেন এবং তাঁদের বক্ষের কুঙ্কুমরাগে মর্দিত হয়ে তাঁর মালা রঞ্জিত হয়ে উঠল। তখন গোপীদের ক্লান্তি দূর করার জন্য তিনি গজরাজের মতো যেন হস্তিনীদের নিয়ে যমুনার জলে নামলেন এবং গন্ধর্বদের মতো সঙ্গীত সহকারে মৌমাছিরা তাঁকে দ্রুত অনুসরণ করল। শক্তিমান গজরাজ যেভাবে জমির সব বাঁধ ভেঙে ফেলতে পারে, তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেন সমস্ত জাগতিক সামাজিক নীতিবোধ এইভাবে ভঙ্গ করেন।

শ্লোক ২৩

সোঽন্তস্যলং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ
প্রেম্ণেক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতস্ততোঽঙ্গ ।
বৈমানিকৈঃ কুসুমবর্ষিভিরীড্যমানো
রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ ॥ ২৩ ॥

সঃ—তিনি; অন্তসি—জলে; অলম্—অত্যন্ত; যুবতিভিঃ—গোপীবৃন্দ দ্বারা; পরিষিচ্যমানঃ—জল প্রক্ষেপণ; প্রেম্ণা—প্রেমময়; ঈক্ষিতঃ—দৃষ্টিপাত; প্রহসতীভিঃ—হাস্যপরায়ণা; ইতঃ ততঃ—এখানে সেখানে (চারদিক থেকে); অঙ্গ—হে রাজন; বৈমানিকৈঃ—যাঁরা বিমানে ভ্রমণ করছিলেন; কুসুম—পুষ্প; বর্ষিভিঃ—বর্ষণ করছিলেন; ঈড্যমানঃ—পূজিত হয়েছিলেন; রেমে—উপভোগ করলেন; স্বয়ম্—নিজেকে; স্বরতিঃ—আত্মারাম; অত্র—এখানে; গজ-ইন্দ্র—হাতীদের রাজা; লীলঃ—বিহার করা।

অনুবাদ

হে রাজন, জলমধ্যে কৃষ্ণ দেখলেন যে, হাস্যপরায়ণা গোপীবৃন্দ চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে জল প্রক্ষেপণ করতে করতে তাঁর প্রতি প্রেমময়ী দৃষ্টিপাত করছে। আত্মারাম ভগবান যখন গজেন্দ্রতুল্য বিহারে আনন্দ লাভ করছিলেন, দেবতাগণ তাঁদের বিমান থেকে তখন পুষ্পবৃষ্টি করতে করতে তাঁর অর্চনা করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলস্থল
প্রসূনগন্ধানিলজুষ্টদিক্তটে ।
চচার ভৃঙ্গ-প্রমদা-গণাবৃতো
যথা মদচ্যুদ্ দ্বিরদঃ করেণুভিঃ ॥ ২৪ ॥

ততঃ—অতঃপর; চ—এবং; কৃষ্ণা—যমুনা নদীর; উপবনে—উপবনে; জল—জল; স্থল—এবং স্থল; প্রসূন—ফুলের; গন্ধ—গন্ধ সমন্বিত; অনিল—বায়ু; জুষ্ট—যুক্ত; দিক্তটে—তীরবর্তী; চচার—তিনি ভ্রমণ করেছিলেন; ভৃঙ্গ—ভ্রমর; প্রমদা—এবং নারী; গণ—গণ; আবৃতঃ—পরিবেষ্টিত; যথা—যেমন; মদ-চ্যুৎ—মদস্রাবী; দ্বিরদঃ—হস্তী; করেণুভিঃ—হস্তিনীগণ সহ।

অনুবাদ

অতঃপর মদস্রাবী মাতঙ্গ যেমন হস্তিনীগণ সহ বনে বিচরণ করে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি জল ও স্থলজাত কুসুমের সৌরভ বাহিত পবনাপ্লুত যমুনা তীরবর্তী উপবনে অনুগামী ভ্রমর ও প্রমদাগণে বৃত হয়ে ভ্রমণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, এখানে আভাসিত হয়েছে যে, জলক্রীড়া করার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শরীর মর্দন করলেন আর তারপর নিজেকে তাঁর প্রিয় বসনে সজ্জিত করে গোপীগণ সঙ্গে তাঁর লীলা শুরু করলেন।

শ্লোক ২৫

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ ২৫ ॥

এবম্—এইভাবে; শশাঙ্কাংশু—চন্দ্র কিরণের দ্বারা; বিরাজিতাঃ—সুন্দরভাবে বিরাজমান; নিশাঃ—রাত্রিগুলি; সঃ—তিনি; সত্যকামঃ—সৎ-চিদানন্দময় কামনার আদর্শপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ; অনুরত—যাঁর প্রতি আকৃষ্ট; অবলাগণ—স্ত্রীগণ; সিষেবে—অনুষ্ঠান করেছিলেন; আত্মনি—তিনি স্বয়ং; অবরুদ্ধ সৌরতঃ—সংযত মাধুর্যরতি; সর্বাঃ—সমস্ত, শরৎ—শরৎকালে; কাব্য—কাব্য; কথা—বর্ণনা; রসাশ্রয়াঃ—সব রকম রসাশ্রিত।

অনুবাদ

সৎ-চিদানন্দময় কামনার আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট অবলা নারীদের নিয়ে স্বয়ং এইভাবে শরৎকালীন চন্দ্রকিরণশোভিত রাত্রিগুলিতে সংযত মধুররসাশ্রিত সব রকমের কাব্যকথা বর্ণনা করেন।

তাৎপর্য

ভগবান ও তাঁর ভক্তবৃন্দের মাঝে অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের সময় অপ্রাকৃত মধুর রসের আনন্দ উপভোগ হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করেছেন—ব্যাস, পরাশর, জয়দেব, লীলাশুক (বিল্বমঙ্গল ঠাকুর), গোবর্ধনাচার্য ও শ্রীল রূপ গোস্বামীর মতো মহান বৈষ্ণব কবিগণ তাঁদের কবিতায় ভগবানের মধুর রসাশ্রিত প্রণয় মহিমাসমূহ বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। যেহেতু ভগবানের লীলাসমূহ অনন্ত, তাই এই সকল বর্ণনা কখনই সম্পূর্ণ হয় না; এইভাবে এরূপ লীলাসমূহের মহিমা

বর্ণনের প্রয়াস আজও অব্যাহত রয়েছে এবং চিরকালই থাকবে। ভগবান কৃষ্ণ তাঁর প্রেমময় লীলাসমূহ বিকশিত করার উদ্দেশ্যে অসাধারণ সুন্দর শরৎকালীন রাত্রিগুলির আয়োজন করেছিলেন আর তা শরৎকালীন রাত্রি অনাদিকাল হতে পারমার্থিক কবিদের উৎসাহিত করছে।

শ্লোক ২৬-২৭

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ

সংস্থাপনায় ধর্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ ॥ ২৬ ॥
স কথং ধর্মসেতুনাং বক্তা কর্তাভিরক্ষিতা ।
প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্ ॥ ২৭ ॥

শ্রীপরীক্ষিৎ-উবাচ—শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ বললেন; **সংস্থাপনায়**—স্থাপন করার জন্য; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **প্রশমায়**—দমন করার জন্য; **ইতরস্য**—অধর্মের; **চ**—এবং; **অবতীর্ণঃ**—অবতরণ করেন (পৃথিবীতে); **হি**—বস্তুত; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অংশেন**—তাঁর অংশপ্রকাশ (শ্রীবলরাম) সহ; **জগৎ**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের; **ঈশ্বরঃ**—প্রভু; **সঃ**—তিনি; **কথম্**—কিভাবে; **ধর্ম-সেতুনাম্**—ধর্ম-মর্যাদার; **বক্তা**—বক্তা; **কর্তা**—কর্তা; **অভিরক্ষিতা**—রক্ষক; **প্রতীপম্**—বিপরীত; **আচরৎ**—আচরণ করলেন; **ব্রাহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ, শুকদেব গোস্বামী; **পর**—অন্যদের; **দার**—পত্নীদের; **অভিমর্শনম্**—স্পর্শ করলেন।

অনুবাদ

পরীক্ষিৎ মহারাজ বললেন—হে ব্রাহ্মণ, যিনি পরমেশ্বর ভগবান, জগদীশ্বর, ধর্ম সংস্থাপন ও অধর্মের বিনাশের জন্য যাঁর অংশপ্রকাশ সহ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে যিনি সমাজধর্মের মূল বক্তা, কর্তা ও সংরক্ষক, তিনি তা হলে কিভাবে পরস্ত্রীদের স্পর্শ করে প্রতিকূল আচরণ করলেন?

তাৎপর্য

শুকদেব গোস্বামী যখন বলছিলেন, তখন পরীক্ষিৎ মহারাজ লক্ষ্য করলেন যে, গঙ্গাতীরের সেই সমাবেশে উপবিষ্ট কিছু ব্যক্তি ভগবানের কার্যাবলী সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করছিলেন। এই সকল সন্দেহগ্রস্ত ব্যক্তিরা ছিল কর্মী, জ্ঞানী ও অন্যান্যরা, যারা ভগবানের ভক্ত নয়। তাদের সেই সন্দেহগুলি নিরসনের জন্য তাদের পক্ষ থেকে পরীক্ষিৎ মহারাজ এই প্রশ্নটি করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্ ।
কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত ॥ ২৮ ॥

আপ্তকামঃ—আত্ম-তৃপ্ত; **যদুপতি**—যদু বংশের অধিপতি; **কৃতবান্**—করলেন; **বৈ**—অবশ্যই; **জুগুপ্সিতম্**—এই ধরনের নিন্দনীয়; **কিম্-অভিপ্রায়ঃ**—কি উদ্দেশ্যে; **এতৎ**—এই; **নঃ**—আমাদের; **সংশয়ম্**—সন্দেহ; **ছিন্ধি**—ছেদন করুন; **সুব্রত**—হে নিষ্ঠাবান ব্রতপালনকারী।

অনুবাদ

হে নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী, আত্মতৃপ্ত যদুপতি কি উদ্দেশ্যে এই ধরনের নিন্দিত আচরণ করেন, দয়া করে তা বর্ণনা করে আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

তাৎপর্য

উন্নততস্তরের মানুষের কাছে সহজেই বোধগম্য যে, ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাস বিষয়ে অজ্ঞ মানুষদের মনেই কেবল এই সকল সন্দেহের উদয় হবে। তাই অনাদিকাল থেকেই মহান ঋষিবর্গ ও পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো উন্নত রাজারা ভাবীকালের জন্য প্রামাণ্য উত্তর প্রস্তুত রাখবার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত প্রশ্ন প্রকাশ্যেই উত্থাপন করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

শ্রীশুক উবাচ

ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্ ।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা ॥ ২৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ধর্ম-ব্যতিক্রমঃ**—ধর্মনীতির ব্যতিক্রম; **দৃষ্টঃ**—দেখা যায়; **ঈশ্বরাণাম্**—শক্তিশালী নিয়ন্তাগণের; **চ**—ও; **সাহসম্**—দুঃসাহস; **তেজীয়সাম্**—চিন্ময়ভাবে তেজস্বী; **ন**—না; **দোষায়**—দোষের; **বহ্নেঃ**—অগ্নির; **সর্ব**—সর্ব; **ভুজঃ**—ভক্ষণ; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ঐশ্বরিক শক্তিমান নিয়ন্তাদের কার্যকলাপের মধ্যে আমরা আপাতদৃষ্টিতে সমাজনীতির দুঃসাহসিক ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলেও, তাতে তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না, কারণ তাঁরা আগুনের মতোই সর্বভুক হলেও নির্দোষ হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

মহান তেজস্বী ব্যক্তিত্বগণ আপাতদৃষ্ট সমাজনীতি লঙ্ঘনের ফলে অধঃপতিত হন না। শ্রীধর স্বামী এই প্রসঙ্গে অন্যত্র ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সোম, বিশ্বামিত্র ও অন্যান্যদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। আগুন সবকিছুই ভক্ষণ করে, কিন্তু তার ফলে আগুনের প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না। তেমনই, মহান ব্যক্তির আচরণের কোনও অনিয়ম হলেও তাঁর মর্যাদাহানি হয় না। যাই হোক, পরবর্তী শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আমরা যদি ব্রহ্মাণ্ড শাসনকারী শক্তিমান পুরুষদের অনুকরণ করার চেষ্টা করি, তবে তার ফল হবে ভয়াবহ।

শ্লোক ৩০

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥ ৩০ ॥

ন—না; **এতৎ**—এই; **সমাচরেৎ**—অনুষ্ঠান করা উচিত; **জাতু**—কখনও; **মনসা**—মনে মনে; **অপি**—ও; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অনীশ্বরঃ**—যে ঈশ্বর নয়; **বিনশ্যতি**—বিনাশ প্রাপ্ত হয়; **আচরন্ মৌঢ্যাৎ**—মূঢ়তা প্রযুক্ত আচরণ করে; **যথা**—যেমন; **অরুদ্রঃ**—যে রুদ্রদেব নয়; **অব্ধিজম্**—সমুদ্র হতে উৎপন্ন; **বিষম্**—বিষ।

অনুবাদ

যে ঈশ্বর নয়, তার কখনই মনে মনেও ঈশ্বরের আচরণের অনুকরণ করা উচিত নয়। যদি মূঢ়তাবশত কোনও সাধারণ মানুষ এই ধরনের আচরণের অনুকরণ করে, তা হলে সে নিজেকেই কেবল ধ্বংস করবে, যেমন রুদ্রদেব না হয়েই রুদ্রের মতো সমুদ্রপরিমাণ বিষ পান করার চেষ্টার ফলে মানুষ নিজেকেই ধ্বংস করে।

তাৎপর্য

রুদ্র অর্থাৎ ভগবান শিব একবার সমুদ্রপরিমাণ বিষ পান করেছিলেন, আর তার ফলে এক আকর্ষণীয় নীল চিহ্ন তাঁর কণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আমরা যদি তেমন বিষের এক ফোঁটাও পান করি, আমরা সঙ্গে সঙ্গে মারা যাব। তাই আমাদের যেমন শিবের লীলা অনুকরণ করা উচিত নয়, তেমনি গোপীগণের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাদিও অনুকরণ করা উচিত নয়। আমাদের পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে, ধর্মসংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ ভগবান কৃষ্ণ আমাদের কাছে প্রতিপাদন করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে যে, নিশ্চিতভাবে তিনিই ভগবান, আমরা নই। সেটি অবশ্যই স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হওয়া উচিত। ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা

শক্তির সঙ্গে উপভোগ করেন আর এইভাবে আমাদের পারমার্থিক স্তরে আকর্ষণ করেন। আমাদের কৃষ্ণকে অনুকরণ করার চেষ্টা করা উচিত নয়, কারণ তা হলে অপরিসীম দুঃখ পেতে হবে।

শ্লোক ৩১

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ ॥ ৩১ ॥

ঈশ্বরাণাম্—পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি প্রদত্ত সেবক; **বচঃ**—কথা; **সত্যম্**—সত্য; **তথা এব**—ও; **আচরিতম্**—তারা যা করে; **ক্বচিৎ**—কখনও; **তেষাম্**—তাদের; **যৎ**—যা; **স্ব-বচঃ**—তাদের নিজ কথার সঙ্গে; **যুক্তম্**—সামঞ্জস্যপূর্ণ; **বুদ্ধিমান**—যিনি বুদ্ধিমান; **তৎ**—সেই; **সমাচরেৎ**—পালন করা উচিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিপ্রদত্ত সেবকদের কথা সকল সময়েই সত্য আর সেই কথার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাঁদের আচরণ অনুকরণযোগ্য। অতএব তাঁদের নির্দেশ পালন করা বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের উচিত।

তাৎপর্য

ঈশ্বর শব্দটিকে সচরাচর সংস্কৃত অভিধানে "প্রভু, পরিচালক, রাজা" এবং "সমর্থ, সম্পাদনে ক্ষমতাসম্পন্ন" রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ সাধারণত *ঈশ্বর* শব্দটিকে "নিয়ন্তা" রূপে অনুবাদ করতেন যা চমৎকারভাবে "পরিচালক বা রাজা" এবং "সমর্থ বা সম্পাদনে ক্ষমতাসম্পন্ন" মুখ্যত এই দুই প্রাথমিক ধারণারই সমন্বয় সাধন করে। কোনও পরিচালক অযোগ্য হতে পারেন কিন্তু একজন নিয়ন্ত্রক হন তিনিই, যিনি প্রভু বা পরিচালকরূপে প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটিকে সংঘটিত করান। সর্বকারণের পরম কারণ ভগবান কৃষ্ণ নিশ্চিতভাবেই তাই পরমনিয়ন্তা বা পরমেশ্বর।

ঈশ্বর বা শক্তিমান পুরুষেরা যে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করেন, সেই বিষয়ে সাধারণ মানুষেরা, বিশেষত পশ্চিমী দেশগুলিতে সচেতন নন। ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আধুনিক নির্বিশেষবাদী ধারণা অনুযায়ী বর্ণনা করা হয় যে, প্রাণহীন মহাজগতে পৃথিবী অনর্থক ভাসছে। এইভাবে আমরা জীবনের এক অনিশ্চিত চরম লক্ষ্য নিয়েই নিজেদের সংরক্ষণ করছি আর বংশরক্ষার প্রক্রিয়ায় জন্ম দিচ্ছি এবং পরের পর নিজস্ব 'চরম লক্ষ্য' সংরক্ষণ ও জন্মদানের প্রক্রিয়ায় যুক্ত থেকে একটি অর্থহীন ঘটনাশৃঙ্খল বা ধারা তৈরি হয়ে চলেছে।

অজ্ঞ জড়বাদীদের উদ্ভাবিত এই ধরনের নিষ্ফলা এবং অর্থহীন জগতের তুলনায় যে প্রকৃত মহা-জগৎ রয়েছে, তা জীবন প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ এবং সবিশেষ ব্যক্তি

জীবন—এবং প্রকৃতপক্ষে ভগবানের অস্তিত্বে পরিপূর্ণ, যে ভগবান এই সকল অস্তিত্ব ধারণ করে আছেন ও পালন করছেন। পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের মতো অসংখ্য জীবনের ব্যক্তিগত সম্পর্কই প্রকৃত সত্যের সার। কিছু জীব জড়বাদের মায়ার ফাঁদে তার জড় দেহটিকে নিজের পরিচয় মনে করে, তখন অন্যান্যরা মুক্ত চিন্তায়, উপলব্ধি করে যে, তাদের চেতনা নিত্য ও দিব্য প্রকৃতির। এছাড়াও তৃতীয় এক শ্রেণীর মানুষ অজ্ঞতার জড়বাদী অবস্থান থেকে আত্মোপলব্ধির পথে কৃষ্ণভাবনামৃতের আলোকিত পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

শেষপর্যন্ত সত্য হচ্ছেন রূপময় ও দিব্য। তাই এটা বিস্ময়ের নয় যে বৈদিক সাহিত্য আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন, আমাদের ব্রহ্মাণ্ড এবং অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডগুলিও মহান ব্যক্তিত্বদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, ঠিক যেমন আমাদের নগর, রাজ্য দেশ ক্ষমতা প্রদত্ত ব্যক্তিত্বদের দ্বারা পরিচালিত হয়। আমরা যখন গণতান্ত্রিকভাবে কোন নির্দিষ্ট রাজনীতিবিদকে শাসন করার ক্ষমতা প্রদান করি, আমরা তাঁকে ভোট প্রদান করি কেননা আমরা যাকে 'নেতৃত্ব' বা সমর্থতা বলি তিনি তা প্রদর্শন করেছেন। আমরা ভাবি "তিনি কাজটি করতে পারবেন"। অন্যভাবে বলতে গেলে আমরা তাকে নির্বাচিত করার পরেই কেবল কেউ শাসন করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। আমাদের নির্বাচন তাকে নেতা তৈরী করে না বরং অন্য কোন উৎস হতে তার মধ্যে সঞ্চারিত কোন শক্তিই তাকে পরিচিত করায়। তাই, *ভগবদ্গীতার* দশম অধ্যায়ের শেষে ভগবান কৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন, যে কোন জীব দ্বারা প্রদর্শিত অসাধারণ ক্ষমতা, সমর্থতা বা কর্তৃত্ব অবশ্যই স্বয়ং ভগবান বা তাঁর শক্তি দ্বারা প্রদত্ত।

যারা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের দ্বারা শক্তিপ্রদত্ত তারা তাঁর ভক্ত আর তাই তাদের শক্তি ও প্রভাব জগৎ জুড়ে মঙ্গলময়তার প্রসার ঘটায়। কিন্তু যারা ভগবানের মায়া শক্তি দ্বারা শক্তি প্রদত্ত, তারা কৃষ্ণের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত, কারণ তাঁরা সরাসরিভাবে ভগবানের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটান না। অবশ্যই তাঁরা অপ্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণের ইচ্ছাকেই প্রতিফলিত করেন, কারণ কৃষ্ণের ব্যবস্থাপনাতেই অজ্ঞ জীবের উপর প্রকৃতির নিয়ম ক্রিয়াশীল, যা তাদের অনেক জন্মের যাত্রাপথের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদের পরমেশ্বর ভগবানের কাছে শরণাগত হতে প্ররোচিত করে। এইভাবে তারা রাজনীতিবিদ রূপে জড়বাদ অনুসারী ব্যক্তিদের জন্য যুদ্ধ সৃষ্টি করে, মিথ্যা আশা ও অসংখ্য আবেগপ্রবণ কর্মসূচীর পরিকল্পনা করে প্রকৃতপক্ষে বদ্ধজীবদের জন্য অনুমোদিত, ভগবৎহীনতার তিক্তফলের অভিজ্ঞতা অর্জনের ভগবান আয়োজিত অনুষ্ঠানের সম্পাদন করছেন।

ঈশ্বরাণাম্ শব্দটিকে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এইভাবে অনুবাদ করেছেন "যাঁরা জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা সমর্থবান হয়েছেন"। যদি কেউ ভগবানের ইচ্ছা ও প্রকৃতিকে হৃদয়ঙ্গম করে পারমার্থিক জীবনে পরমোৎকর্ষতা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার করেন তবে পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তিনি তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রদত্ত হন, যা তিনি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়ে গ্রহণ করেন।

ধর্মাচরণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য পরমেশ্বর ভগবান কৃপা করে এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৩/২৪) শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলছেন "আমি যদি কর্ম না করি তাহলে এই সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হবে।" তাই কিভাবে এই জগতে যথাযথভাবে কর্ম করতে হয়, ভগবান তা তাঁর বিভিন্ন অবতারে প্রদর্শন করেছেন। এমনই একটি ভাল উদাহরণ ভগবান রামচন্দ্র, যিনি দশরথ পুত্ররূপে অপূর্ব আচরণ করেছিলেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বয়ং অবতরণ করেন তখন, পরমেশ্বর ভগবান যে সর্ব জীবের অতীত এবং কেউ তাঁর পর অবস্থানের অনুকরণ করতে পারে না—তিনি সেই চূড়ান্ত ধর্মনীতি প্রতিপাদন করেছেন। ভগবান যে অদ্বিতীয়, অসমোর্ধ্ব—সেই সর্বোত্তম ধর্মনীতি গোপীগণের সঙ্গে দৃশ্যত অনৈতিক লীলায় শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেছেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখানে বর্ণনা করেছেন যে, ভয়ঙ্কর ফল ভোগ ছাড়া কেউই এই সকল কার্যাবলী অনুকরণ করতে পারে না। যে মনে করে যে শ্রীকৃষ্ণ একজন কামভাবাপন্ন সাধারণ জীব অথবা যে তাঁর রাসনৃত্য চমৎকার বলে মনে করে তা অনুকরণ করার চেষ্টা করে, এই অধ্যায়ের শ্লোক ৩০'এর বর্ণনা অনুযায়ী সে অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

অবশেষে, ভগবান ও তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভৃত্যের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। ভগবানের কোনও ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভৃত্য, যেমন ব্রহ্মার ক্ষেত্রে, কর্মের বিধান অনুযায়ী তাঁর প্রারব্ধ কর্মের প্রতিক্রিয়ার অবশিষ্টাংশ ভোগ করেন। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান কর্ম-বিধানের যে কোন রকম বন্ধন থেকে নিত্যমুক্ত অদ্বিতীয় স্তরে অধিষ্ঠিত।

শ্লোক ৩২

কুশলাচরিতেনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে ।
বিপর্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো ॥ ৩২ ॥

কুশল—পুণ্য; **আচরিতেন**—আচরণ; **এষাম্**—তাদের জন্য; **ইহ**—এই জগৎ; **স্ব-অর্থঃ**—স্বার্থ; **ন বিদ্যতে**—নেই; **বিপর্যয়েণ**—ধর্ম-মর্যাদা লঙ্ঘনের জন্যও; **বা**—বা; **অনর্থঃ**—অনর্থ; **নিরহঙ্কারিণাম্**—যিনি অহঙ্কারমুক্ত; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে প্রভু, এই সকল নিরহঙ্কারী বিরাট পুরুষেরা যখন এই জগতে পুণ্য কর্ম করেন, তাঁদের কোন স্বার্থ পূরণের উদ্দেশ্য থাকে না এবং এমন কি যখন তাঁরা ধর্মাচরণের বিপরীত কোন অসৎ আচরণ করেন, তাঁদের কোন অনর্থ হয় না।

শ্লোক ৩৩

কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্যঙ্মর্ত্যদিবৌকসাম্ ।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

কিম্ উত—আর কি বলার আছে; অখিল—সমস্ত; সত্ত্বানাম্—সৃষ্ট বস্তুর; তির্যক—প্রাণী; মর্ত্য—মানুষ; দিব-ওকসাম্—দেবতাগণের; ঈশিতুঃ—নিয়ন্তার; চ—এবং; ঈশিতব্যানাম্—যারা নিয়ন্ত্রিত; কুশল—পুণ্য; অকুশল—পাপ; অন্বয়ঃ—কারণস্বরূপ কোন সম্বন্ধ।

অনুবাদ

তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন জীবসমূহকে প্রভাবিতকারী ধর্মাচরণ ও অধর্মাচরণের সঙ্গে তা হলে কিভাবে প্রাণী, মানুষ দেবতা ও নিখিল জীবের অধীশ্বরের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে?

তাৎপর্য

শ্লোক ৩২'এ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের দ্বারা শক্তিপ্রদত্ত বিরাট ব্যক্তিত্বগণও কর্মের বিধান থেকে মুক্ত। তা হলে আর স্বয়ং ভগবানেরই কথা আর বলার কী আছে! তাঁর দ্বারা সৃষ্ট কর্মের বিধানগুলি তাঁর সর্বশক্তিমান ইচ্ছার প্রকাশ। তাই তাঁর নিজ শুদ্ধ গুণবশত অনুষ্ঠিত তাঁর কার্যাবলী কখনও সাধারণ জীব দ্বারা সমালোচনার বিষয় হতে পারে না।

শ্লোক ৩৪

যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা
যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্মবন্ধাঃ ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানাস্
তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ ॥ ৩৪ ॥

যৎ—যাঁর; পাদপঙ্কজ—চরণকমলদ্বয়; পরাগ—রেণুর; নিষেব—সেবা দ্বারা; তৃপ্তাঃ—পরিতৃপ্ত; যোগ-প্রভাব—যোগপ্রভাবে; বিধুত—বিমুক্ত; অখিল—সমস্ত; কর্ম—কর্ম; বন্ধাঃ—বন্ধন; স্বৈরম্—স্বাধীনভাবে; চরন্তি—বিচরণ করছে; মুনয়ঃ—মুনিগণ;

অপি—ও; ন—কখনও না; নহ্যমানাঃ—বন্ধনপ্রাপ্ত; তস্য—তাঁর; ইচ্ছয়া—স্বেচ্ছাপূর্বক; আত্ত—গৃহীত; বপুষঃ—অপ্রাকৃত শরীর; কুতঃ—কিভাবে; এব—বস্তুত; বন্ধঃ—বন্ধন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্ম রেণুর সেবা দ্বারা পূর্ণ-তৃপ্ত তাঁর ভক্তগণ কখনও জড় কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। এমন কি যোগপ্রভাবে সকল কর্মবন্ধন হতে মুক্ত মুনিগণও জড়কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ নন। তা হলে যিনি স্বেচ্ছাপূর্বক অপ্রাকৃত শরীর ধারণ করেছেন স্বয়ং সেই ভগবানের বন্ধনের প্রশ্ন কিভাবে হতে পারে?

শ্লোক ৩৫

গোপীনাং তৎপতীনাং চ সর্বেষামেব দেহিনাম্ ।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্ ॥ ৩৫ ॥

গোপীনাম্—গোপীগণের; তৎ-পতীনাম্—তাঁদের পতিদিগের; চ—এবং; সর্বেষাম্—সকল; এব—বস্তুত; দেহিনাম্—প্রাণীগণের; যঃ—যিনি; অন্ত—মধ্যে; চরতি—বাস করেন; সঃ—তিনি; অধ্যক্ষঃ—সর্বসাক্ষী; ক্রীড়নেন—ক্রীড়ায়; ইহ—এই জগতে; দেহ—তাঁর দেহ; ভাক্—ধারণ করেছেন।

অনুবাদ

যিনি সর্বসাক্ষীরূপে গোপীগণ, তাঁদের পতিগণ এবং প্রকৃতপক্ষে সকল প্রাণীর অন্তরে বাস করেন, তিনিই অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের জন্য এই জগতে দেহ ধারণ করেছেন।

তাৎপর্য

আমরা নিশ্চয়ই ভগবানের মতো অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের উদ্দেশ্যে আমাদের এই দেহ ধারণ করিনি। এই জড় জগতকে ভোগ করার মূঢ় প্রচেষ্টার জন্য, আমরা নিত্য আত্মাগণ, এই জড় দেহ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। ভগবানের দেহ সর্বতোভাবে নিত্য-চিন্ময় অস্তিত্ব স্বরূপ এবং আমাদের অনিত্য মাংসরাশির সঙ্গে কোনভাবেই সমপর্যায়ভুক্ত নয়।

যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের মধ্যে, তাঁদের তথাকথিত পতিদের মধ্যে এবং অন্যান্য সকল জীবের মধ্যে বাস করেন, তা হলে তাঁর সৃষ্ট কিছু জীবদের আলিঙ্গন করার জন্য তাঁর কি এমন পাপ হতে পারে? তাই ভগবান যদি গোপীদের নিয়ে কোন গোপন স্থানে যান, তাতেই বা তাঁর কি দোষ, যেহেতু তিনি এর চেয়েও গোপন স্থান, জীবের হৃদয়ের গভীরে ইতিমধ্যেই বাস করছেন?

শ্লোক ৩৬

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥

অনুগ্রহায়—অনুগ্রহ প্রদর্শন করার জন্য; **ভক্তানাম্**—ভক্তদের; **মানুষম্**—মানুষের মতো; **দেহম্**—দেহ; **আশ্রিতঃ**—গ্রহণ করে; **ভজতে**—তিনি উপভোগ করেন; **তাদৃশীঃ**—সেই রূপ; **ক্রীড়াঃ**—লীলা বিলাস; **যাঃ**—যা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **তৎ-পরঃ**—সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণসেবাপরায়ণ; **ভবেৎ**—অবশ্যই হওয়া উচিত।

অনুবাদ

তাঁর ভক্তকে কৃপা করবার জন্য ভগবান যখন মনুষ্য দেহ ধারণ করেন, তখন তিনি এরূপ লীলাবিলাসে যুক্ত হন যা সেই লীলাবিলাস শ্রবণকারীকে আকর্ষিত করে তাঁর প্রতি সেবাপরায়ণ করে তোলে।

তাৎপর্য

এই বিষয়ে শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে তাঁর মূল দ্বিভুজ রূপে অবতীর্ণ হন, মানব সমাজে আবদ্ধ তাঁর ভক্তদের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে তিনি সেই রূপেরই প্রকাশ করেন যা তারা প্রত্যক্ষ করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। এইজন্য এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, *মানুষং দেহমাশ্রিতঃ* "তিনি মনুষ্যতুল্য দেহ ধারণ করেন"। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ভগবানের প্রণয়-লীলা-মহিমা কীর্তন করে উল্লেখ করছেন যে, এই সকল প্রণয় ঘটনাসমূহের, বদ্ধ জীবের কলুষিত হৃদয়কে আকর্ষণ করার জন্য একটি অচিন্তনীয় অপ্রাকৃত শক্তি রয়েছে। এই সত্য অস্বীকার করা যাবে না যে, কোন শুদ্ধ ও সরল হৃদয়ের ব্যক্তি, যিনি কৃষ্ণের প্রণয়লীলার বিবরণ শ্রবণ করেন, তিনি ভগবানের পাদপদ্মের প্রতি আকর্ষিত হয়ে ধীরে ধীরে তাঁর ভক্ত হয়ে যান।

শ্লোক ৩৭

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া ।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥ ৩৭ ॥

ন অসূয়ন্—অসূয়াযুক্ত ছিলেন না; **খলু**—এমন কি; **কৃষ্ণায়**—কৃষ্ণের বিরুদ্ধে; **মোহিতাঃ**—মোহিত হয়ে; **তস্য**—তাঁর; **মায়য়া**—মায়াশক্তি দ্বারা; **মন্যমানাঃ**—মনে করেছিলেন; **স্ব-পার্শ্ব**—তাঁদের নিজ পাশে; **স্থান**—অবস্থিত; **স্বান্ স্বান্**—প্রত্যেক তাঁদের নিজ নিজ; **দারান্**—পত্নীদের; **ব্রজ-ওকসঃ**—ব্রজের গোপগণ।

অনুবাদ

কৃষ্ণের মায়াশক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে গোপগণ ভেবেছিলেন তাঁদের পত্নীরা গৃহে, তাঁদের কাছেই রয়েছে। তাই তাঁরা তাঁদের প্রতি কোনরূপ অসূয়া প্রকাশ করেনি।

তাৎপর্য

যেহেতু গোপীগণ কেবলমাত্র কৃষ্ণকেই ভালবাসতেন, তাই যোগমায়া, ভগবানের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক সর্বদা রক্ষা করেছে, এমন কি তাঁরা বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *উজ্জ্বল-নীলমণি* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

মায়াকল্পিততাদৃক-স্ত্রী শীলনেনানুসূয়ুভিঃ ।
ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ ॥

"গোপীগণের ঈর্ষান্বিত পতিগণ তাঁদের পত্নীগণের সঙ্গে মিলিত না হয়ে মায়া নির্মিত তাঁদের প্রতিরূপের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এইসব মানুষদের সঙ্গে ব্রজের দিব্য রমণীগণের কখনই কোন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল না।" গোপীরা ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি, তাই তাঁরা আর অন্য কোন জীবের হতে পারেন না। কেবলমাত্র পরকীয়া রসের উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ অন্য মানুষদের সঙ্গে তাঁদের দৃশ্যত বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। যেহেতু এই সমস্ত কার্যাবলী ভগবানের লীলা, তাই তা পরম বিশুদ্ধ এবং অনাদি কাল হতে সাধুগণ এই পরম দিব্য ঘটনাবলীসমূহ আস্বাদন করছেন।

শ্লোক ৩৮

ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ ।
অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মরাত্র—ব্রহ্মার রাত্রিকাল; **উপাবৃত্তে**—সম্পূর্ণ হলে; **বাসুদেব**—ভগবান কৃষ্ণের দ্বারা; **অনুমোদিতাঃ**—উপদিষ্ট; **অনিচ্ছন্তঃ**—অনিচ্ছাসত্ত্বেও; **যযুঃ**—গমন করলেন; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **স্ব-গৃহান্**—তাঁদের গৃহে; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **প্রিয়াঃ**—প্রিয়তমাগণ।

অনুবাদ

ব্রহ্মার একটি রাত্রি অতিবাহিত হলে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে গৃহে ফিরে যেতে উপদেশ দিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভগবৎপ্রিয়াগণ তাঁর আদেশ মেনে নিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৮/১৭) শ্রীকৃষ্ণ বিশ্লেষণ করেছেন "মনুষ্য মানের সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং সহস্র চতুর্যুগে তাঁর এক রাত্রি হয়।" এইভাবে এক

সহস্র চতুর্যুগ শ্রীকৃষ্ণ অনুষ্ঠিত রাস নৃত্যের বারো ঘণ্টার রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করেছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সময়ের এই অচিন্ত্যনীয় সংক্ষেপণসাধ্যতাকে মর্ত্যের বৃন্দাবনের চল্লিশ মাইল সীমার মধ্যে বহু ব্রহ্মাণ্ডের সুন্দরভাবে অবস্থানের তুলনা করেছেন। অথবা কেউ যশোদা মায়ের শিশু কৃষ্ণের ছোট্ট উদরটিকে অসংখ্য রজ্জু দিয়ে বেষ্টন করতে না পারার কথা বিবেচনা করতে পারেন এবং অন্য এক সময়ে তিনি তাঁর মুখগহ্বরে বহু ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। জড় পদার্থ-বিজ্ঞানের অতীত অজ্ঞেয় পারমার্থিক বাস্তবতার কথা সংক্ষেপে শ্রীল রূপ গোস্বামীর *লঘুভাগবতামৃতে* বর্ণনা করা হয়েছে—

এবং প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্য চ ।
অবিচিন্ত্যপ্রভাবত্বাদত্র কিঞ্চিন্ন দুর্ঘটম্ ॥

"ভগবানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়, তাঁর প্রিয় ভক্তগণ, তাঁর অপ্রাকৃত ধাম অথবা তাঁর লীলার সময়, এই সমস্ত সকল সত্তাই অচিন্তনীয়ভাবে ক্ষমতাবান।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও বর্ণনা করেছেন যে, *বাসুদেবানুমোদিতাঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের উপদেশ প্রদান করেছিলেন যে, "এই লীলার সফলতা নিশ্চিত করতে তোমাদের এবং আমার এটি গোপন রাখা উচিত।" কৃষ্ণের একটি নাম *বাসুদেব* শব্দটিও নির্দেশ করছে যে, ভগবান কৃষ্ণের অংশপ্রকাশ চেতনার আধিকারিক বিগ্রহ রূপে কর্ম করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে *বাসুদেব* শব্দটিকে হৃদয়ঙ্গম করলে বোঝা যাবে যে, *বাসুদেবানুমোদিতা* শব্দটি চেতনার আধিকারিক বিগ্রহকেই নির্দেশ করছে। গোপীদের হৃদয়ে *বাসুদেব* তাঁদের জ্যেষ্ঠদের জন্য বিব্রত অবস্থা ও ভয়ের উদ্রেক করবার পরই কেবল অত্যন্ত অনিচ্ছুক কন্যাগণ গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৯

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদং চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৩৯ ॥

বিক্রীড়িতম্—রাসনৃত্যের বিশিষ্ট ক্রীড়া; **ব্রজ-বধূভিঃ**—ব্রজ গোপিকাদের; **ইদম্**—এই; **চ**—ও; **বিষ্ণোঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **শ্রদ্ধা-অন্বিতঃ**—অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা সহকারে; **অনুশৃণুয়াৎ**—নিরন্তর গুরুপরম্পরা ধারায় শ্রবণ করেন; **অথ**—ও; **বর্ণয়েৎ**—বর্ণনা করে; **যঃ**—তিনি; **ভক্তিম্**—ভগবদ্ভক্তি; **পরাম্**—অপ্রাকৃত;

ভগবতি—পরমেশ্বর ভগবানে; **প্রতিলভ্য**—লাভ করে; **কামম্**—কাম বাসনা; **হৃৎ-রোগম্**—হৃদয়ের রোগ; **আশু**—অতি শীঘ্র; **অপহিনোতি**—দূর করে; **অচিরেণঃ**—শীঘ্রই; **ধীরঃ**—ভগবদ্ভক্তি লাভ করে যিনি অচঞ্চল হয়েছেন।

অনুবাদ

যিনি অপ্রাকৃত শ্রদ্ধান্বিত হয়ে এই রাস পঞ্চাধ্যায়ে ব্রজবধূদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়া বর্ণনা শ্রবণ করেন বা বর্ণনা করেন, সেই ধীর পুরুষ ভগবানের যথেষ্ট পরাভক্তি লাভ করে হৃদরোগ রূপ জড় কামকে শীঘ্রই দূর করেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় লীলাসমূহের অসাধারণ শক্তিমত্তা এখানে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। গুণগতভাবে ভগবানের দিব্য প্রেমময় লীলাসমূহ সকল অর্থেই জাগতিক কামের বিপরীত, এতটাই যে, কেবলমাত্র ভগবানের লীলা শ্রবণ করে একজন ভক্ত তার কামবাসনাকে জয় করতে পারে। অশ্লীল সাহিত্য পাঠ করে বা জাগতিক প্রণয় কাহিনী শ্রবণ করে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের কাম বাসনাকে জয় করতে পারি না, বরং আমাদের কাম আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভগবানের প্রণয় কাহিনী বা তদ্বিষয়ে শ্রবণ বা পাঠের ঠিক বিপরীত ফল, কারণ তা পরিপূর্ণভাবে চিন্ময় হওয়ার ফলে, ঠিক বিপরীত প্রকৃতির হয়। সুতরাং ভগবান কৃষ্ণ অহৈতুকীভাবে কৃপা করে এই জগতে তাঁর রাস-লীলা প্রকট করেছেন। আমরা যদি এর বর্ণনার প্রতি আসক্ত হই তা হলে এক দিব্য প্রেমের আনন্দ উপভোগ করব আর কাম নাম্নী এই দিব্য প্রেমের বিকৃত প্রতিফলনকে পরিত্যাগ করব। শ্রীকৃষ্ণ যেমন *ভগবদ্গীতায় (২/৫৯)* সুন্দরভাবে বলেছেন *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে* "সেই পরমবস্তুকে একবার কেউ প্রত্যক্ষ করলে সে আর কখনও জাগতিক আনন্দের দিকে ফিরে আসবে না"।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'রাসনৃত্য' নামক ত্রয়ত্রিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।